কবিতা সংগ্রহ।

[Poetical Selection.]

—:*****:—

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

———***———

হুগলী
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৭৮।

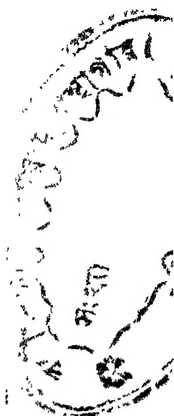
—****—

মূল্য ছয় আনা।

কবিতা সংগ্রহ।

। Poetical Selection. ।

—******—



শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

—*****—

হুগলী

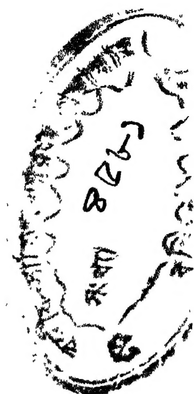
বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৮।

—*****—

মূল্য ছয় আনা।



কবিতা সংগ্রহ।

রামের বিবাহ।

গালে বস্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন।
তব পুত্রে কন্যা দিয়া লইলাম শরণ॥
দশরথ বলিলেন জনক রাজারে।
শরণ লইলাম দিয়া এ চারি কুমারে॥
দুই রাজা উঠি তবে কৈল সম্ভাষণ।
কন্যা আন আন বলে যত বন্ধুজন॥
হেন বেশ ভূষণ করায় সখীগণ।
যাহাতে মোহিত হয় শ্রীরামের মন॥
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী।
তোলাজলে স্নান করাইল চন্দ্রমুখী॥
টিবিনেতে কেশে করে জলের মার্জ্জন।
অঙ্গে অঙ্গে আভরণ দিতেছে তৎক্ষণ॥
কপালে দিলেক তাঁর নির্ম্মল সিন্দূর।
বালসূর্য্য সম তেজঃ দেখিতে প্রচুর॥

নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে ॥
চঞ্চল নয়ন মেলি কজ্জলের রেখা।
কামের কামান যেন গুণে যায় দেখা ॥
গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোণার কাঁচলি ॥
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণময়।
সুবর্ণের কর্ণফুলে শোভে কর্ণদ্বয় ॥
দুই বাহু শঙ্খেতে শোভিত বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপর সাজে সোণার কঙ্কণ ॥
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর।
দুই পায়ে দিল তার বাজন নূপুর ॥
সুবর্ণ আসনে বসিলেন রূপবতী।
চারি দিগে জ্বালি দিল সোহাগের বাতী ॥
চারি ভগিনীতে বেশ করে বিলক্ষণ।
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন ॥
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সীতা নমস্কার করে।
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রামেরে ॥
অন্তঃপট ঘুচাইল যত বন্ধুজন।
সীতা রামে পরস্পর হইল দর্শন ॥
জলধারা দিয়া তারা কন্যা নিল পরে।
শোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥

বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ।
আসিয়া করহ রাম ষষ্ঠীর পূজন॥
হাতে ধরি আমাইল রামেরে তখন।
সীতার হাতে ধরি তোল বলে বন্ধুজন॥
তখন ভাবেন মনে সীতা ঠাকুরাণী।
পায়ে হাত দেন পাছে রাম গুণমণি॥
করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্খধ্বনি।
হাতে ধরি সীতারে তোলেন রঘুমণি॥
স্ত্রী লোকেরা পরিহাস করে সেই ঠাঁয়ে।
কেহ বলে হাতে ধরে কেহ বলে পায়ে॥
পূর্ব্বাপর বর কন্যা হইল দুই জনে।
রোহিণীর সহ চন্দ্র যেমন লগনে॥
কন্যাদান করে রাজা বিবিধ প্রকারে।
পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে॥
বহু দাস দাসী রাজা দিল কন্যা বরে।
জলধারা দিয়া কন্যা বর লইল ঘরে॥
রাজরাণী গিয়া ঘরে করিল রন্ধন।
কন্যা বর দুই জনে করিল ভোজন॥
সাজায় বাসর ঘর যত সখীগণ।
রাম সীতা তাহাতে বঞ্চেন দুই জন॥
সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন।
রামকে দেখিতে যায় যত নারীগণ॥

পরিহাস করে সবে রামের সহিত।
তুমি যে জানকীপতি এ বড় উচিত॥
এক কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল॥
হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর॥
এইরূপে চারি ভাই লইয়া সুন্দরী।
নানা সুখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদিত তপন।
সভা করি বসিলেন যত বন্ধুগণ॥
সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ব্ববৎ।
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরথ॥
রাম সীতা চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ।
দীন দ্বিজ দুঃখীরে করেন বিতরণ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান মাথায় টোপর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর॥
তিন ভ্রাতা চাপিলেন তিন চতুর্দ্দোলে।
পরম আনন্দে রাজা অযোধ্যায় চলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া বদন কমলে।
জানকীরে জনক করিয়া কোলে বলে॥
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন।
বারেক মিথিলা বলি করিহ স্মরণ॥

শ্বশুর শাশুড়ী প্রতি রাখিও সুমতি।
রাগ দ্বেষ অঙ্কুরা না কর কার প্রতি ॥
সুখ দুঃখ না ভাবিও যে থাকে কপালে।
স্বামী সেবা সীতা না ছাড়িও কোনকালে ॥
ঝিয়ারী বহুরী সব আসিয়া তখন।
গলায় ধরিয়া সবে যুড়িল ক্রন্দন ॥
আমা সবা এড়িয়া চলিল হে জানকী।
আরো কি হইবে দেখা সীতা চন্দ্রমুখী ॥
রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক।
দরিদ্রে দিলেন ধন সহস্র সঙ্খ্যাক ॥

কৃত্তিবাস ॥

রাজা দশরথের নিকটে কেকয়ীর বর প্রার্থনা।

ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল ॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কায দিতে পারি প্রাণ ॥
কেকয়ী বলেন সত্য করিলা আপনি।
অষ্ট লোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাণী ॥

এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত॥
কেকয়ী বচন যেন শেল বুকে ফোটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সি আমারে বধিতে তোর আশা।
স্ত্রী পুরুষে যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্যগতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল এ মতি॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী যদি থাকে তবু নারীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ॥
স্বামিবধ করিয়া পুত্রেরে দিবি রাজ্য।
চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কি কার্য্য॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেই ক্ষণে॥

মাতৃবধ ভয়ে যদি নাহি লয় প্রাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥
বিষদন্তে দংশিল এ কাল ভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি॥
কোন্ রাজা আছে হেন কামিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস॥
পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কেকয়ী করহ প্রাণদান॥
কেকয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তার নয়নের জলে॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভাবিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা বসিবে সেস্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
ক্ষমা কর কেকয়ী করহ প্রাণ রক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এবংশে।
তোর দোষ নাই আমি মজি নিজ দোষে॥
কেকয়ী বলেন সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করি বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে॥

সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥
যত রাজা হইলেন চন্দ্র সূর্য্যবংশে।
সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে॥
দিলা সত্য করিয়া আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়।
দশরথ পড়িলেন কেকয়ী মায়ায়॥

কৃত্তিবাস।

সীতা হরণে রামের বিলাপ।

সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে, মূচ্ছিত রঘুরায়।
কান্দিয়ে কাতর, নব জলধর, ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কটির বাকল, খসিয়ে পড়িল, শরীর ভাসিল জলে।
শিরের জটা, মেঘের ঘটা, লোটায়ে পড়িল ধূলে॥
হাতের ধনু, লোটায় তনু, অবশ হইল শোকে।
অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কাঁদিয়ে, জানকী বলিয়ে ডাকে।
কোথা চন্দ্রাননি, চম্পক বরণি, চন্দ্রনিন্দিত যাহার দে।
সোহাগে অতুলি, সোণার পুতলি, হিয়াহতে নিল কে।
গুণেতে অসীমা, কাঞ্চনপ্রতিমা, কেশরী জিনিয়ে কটি।

ভুজঙ্গদলনী, বাহুর বলনি, রাতুল চরণ দুটী॥
কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী, ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ।
সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে, মরণ ঘটিল শেষ॥
এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল, হরিল মৃগাঙ্কমুখী।
আর না হেরিব, কতনা ঝুরিব, মরিব গরল ভখি॥
ধিক্ মোর আঁখি, সীতা নাদেখি, আরকার মুখ দেখে।
ধিক্‌রে জীবন, হারায়ে সেধন, এদেহে কেন বা থাকে॥
এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষাণ, অঙ্গ আছাড়ে তাতে।
শিরে শিলাঘাত, করিতে নির্ঘাত, লক্ষ্মণ ধরেন হাতে।
কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে, সুমিত্রাতনয় কয়।
প্রভু,
সুবোধ হইয়া, অঙ্গনা লাগিয়া, এত করা উচিত নয়॥
সুত পরিবার, কেবা বল কার, যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়, সকল মিছাময়, কেবল ভবের মায়া॥
প্রভু কয় শুন, প্রাণের লক্ষ্মণ, রাজ্য ধন পিতা নাই।
তাতে নাহিখেদ, সীতারবিচ্ছেদ, পরাণে সহেনা ভাই।
জনক জননী, বান্ধব ভগিনী, যত পরিবার লোক।
সবার হইতে, পরাণ দহিতে, নারীর বড়ই শোক॥
কমঠ কঠোর, কঠিন দুষ্কর, সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি।
যতদুখ পাই, সঙ্গেছিলে ভাই, সকলি দেখিলে তুমি॥
জনকসভাতে, মোর হাতেহাতে, সুপে দিল সুকুমারী।
ধনুক ভাঙ্গাধন, নিল কোনজন, বুকেতে মারিয়ে ছুরি।

অযোধ্যাভবন, যাব না লক্ষ্মণ,. এমুখ দেখাব কায়।
জানকীর পিতে, জনক সুধাতে,, কি বলিব বল তাঁয়।
যখন দাঁড়ায়ে, সম্মুখ হইয়ে, কহিবে এ সব কথা।
চোদ্দবছর পরে রাম এলি ঘরে, জানকী আমারকোথা
এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি, কি বলিব তাঁর ঠাঁই।
কিকথা কহিব, কেমনে বলিব, জানকী তোমার নাই॥
আমার,
গিয়াছে সকল, পরেছি বাকল, ধরেছি কাঙ্গালীর বেশ।
এতদুখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই, সীতাহতে হলো শেষ॥
সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন, সীতা নয়নের তারা।
সীতা বিনা প্রাণ, বাঁচেনা লক্ষ্মণ, যেন ফণী মণিহারা।
আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়, সীতা ছিল তাহে সারি
বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল, পিঞ্জর রহিল পড়ি॥
দেশেদেশে যাব, ভিক্ষামেগে খাব, কুণ্ডল পরিব কাণে
নহে
ঘুচাইতাপ, সাগরেতেঝাঁপ, দিয়েত্যজি পোড়াপ্রাণে॥
কি কব কাহারে, পরাণ বিদরে, হিয়ার মাঝার হতে
কে নিল আমারি জনক ঝিয়ারি সোণার ভ্রমরী সীতে

কৃত্তিবাস।

অশোকবনে হনূমানের সীতা দর্শন ।

চারিভিতে হনূমান করে নিরীক্ষণ।
নানা বর্ণ পুষ্পযুক্ত অশোক কানন ॥
পিকগণ কুহরে ঝঙ্কারে অলিগণ।
প্রাচীরে বসিয়া বীর ভাবে মনে মন ॥
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন।
এখানে যদ্যপি পাই সীতা দরশন ॥
শিংশপার বৃক্ষে বীর দেখে উচ্চতর।
লাফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥
বৃক্ষেতে উঠিয়া বীর নেহালে কানন।
নানা বর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি সুশোভন ॥
রাঙ্গা বর্ণে কত গাছ দেখিতে সুন্দর।
মেঘ বর্ণে কত গাছ দেখে মনোহর ॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখে তথা স্বর্ণ নাটশালা।
পরিজন লইয়া রাবণ করে খেলা ॥
নানা বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লতা।
মনে চিন্তে হনূমান কোথা পাব সীতা ॥
চেড়ি সব দেখে তথা অঙ্গ ভয়ঙ্কর।
পর্ব্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদ্গার ॥
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি।
চেড়ি সব ঘিরিয়াছে সুন্দর জানকী ॥

গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্র কলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥
শ্রীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতাদেবী চিনিলেন পবন নন্দন॥
সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান।
সুগ্রীব বলিল যত হইল বিদ্যমান॥
ইহা লাগি বালি রাজা পাইল মরণ।
ইহা লাগি শ্রীরামের সুগ্রীব মিলন॥
ইহা লাগি কপিগণ গেল দেশান্তর।
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগর॥
ইহা লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ কান্দে হনুমান।
অনুমানে যে ছিল দেখিল বিদ্যমান॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ।
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপরে গগণ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর।
ধবল রজনী দেখি বিচিত্র সুন্দর॥
মধুপানে রাবণ হইয়া হতজ্ঞান।
বলে চল যাই হে সীতার নিকেতন॥

রাবণের সঙ্গে চলে রাণী মন্দোদরী।
রূপে আলো করিছে কনক লঙ্কাপুরী॥
চামর ঢুলায় কেহ কার হাতে ঝারি।
দিব্য নারায়ণ তৈলে দেউটি সারি সারি॥
হনূ বলে রাবণ করিল আগুসার।
বুঝিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার॥
কুড়ি চক্ষে দশানন চারি দিকে চাহে।
সীতার নিকটে আসে কভু ভাল নহে॥
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী।
শুনিবারে আগুসরে মারুতি কৌতুকী॥
দুই পদ রাখিলেক ডালের উপর।
গাত্র বাড়াইয়া গেল সীতার গোচর॥
রাবণে দেখিয়া সীতা কাঁপিল অন্তর।
মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবর॥
দুই হাতে বক্ষঃস্থল ঢাকিল জানকী।
লাবণ্য ঢাকিতে পারে হেন শক্তি কি॥
রাবণ বলিল সীতা কারে তব ডর।
দেবতা আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
বলে ধরি আনিয়াছি এই ত্রাস মনে।
রাক্ষসের জাতি-ধর্ম্ম বলে ছলে আনে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার সুবদন।
কি পদ্ম কি সুধাকর জ্ঞান করে মন॥

দুই কর্ণে শোভে তব রত্নের কুণ্ডল।
দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তব চরণ অঙ্গুলী॥
করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল দুঃখে।
হইয়া আমার ভার্য্যা থাক নানা সুখে॥
রামের অত্যল্প ধন অত্যল্প জীবন।
ভোকে শোকে ফিরে রাম করিয়া ভ্রমণ॥
এখনো কি আছে রাম মনে হেন বাসে।
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষসে॥
কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা।
সর্ব্বলোকে তোমারেতো কে বলে পণ্ডিতা॥
নানা রত্ন পূর্ণ আছে আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সুন্দরী সে সকলি তোমার॥
তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী।
তোমার আজ্ঞাতে লয়ে যাই অন্তঃপুরী॥
তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা।
কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা॥
কারো পায়ে নাহি পড়ে রাজা দশানন।
দশ মাথা লোটাইলাম তোমার চরণ॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে।
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে॥

অধার্ম্মিক নহি আমি রামের সুন্দরী।
জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী॥
রাবণেরে পাছু করি বৈসে ক্রোধ মনে।
গালাগালি পাড়ে সীতা রাবণ তা শুনে॥
নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত।
পণ্ডিতে কি করে তোর মৃত্যু উপস্থিত॥
শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাদ।
সবংশে মরিবি রে শ্রীরাম সনে বাদ॥
তোর প্রাণে না সহিবে শ্রীরামের বাণ।
পলাইয়া কোথাও না পাবি পরিত্রাণ॥
অমৃত খাইয়া যদি হইস্ রে অমর।
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর॥
লঙ্কার প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার।
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব যে করিস্ দুরাচার।
রামের বাণের তেজে কোথা কণা তুষ॥
অতঃপর দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত।
আমা দিয়া রামের সঙ্গে করহ পীরিত॥
আমার সেবক তুই কহিলি আপনি।
সেবক হইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী॥
যার পায়ে পড়ি সেই হয় গুরুজন।
পায় পড়ি বলিস্ কেন কুৎসিত বচন॥

পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস ।
ক্রোধে শাপ দিলে তাঁর সত্য হয় নাশ ॥
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্ কুবাণী ।
তোর শক্তি ভুলাইবি রামের ঘরণী ॥
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা ।
রাম বিনা অন্য জন নাহি জানে সীতা ॥
এত যদি সীতা দেবী বলিলেন রোষে ।
মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥
আসিবার কালে আমি বলেছি বচন ।
এক বর্ষ সীতা তোরে করিব পালন ॥
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস ।
বৎসরের মধ্যে তোর যায় দশ মাস ॥
সহিবেক আর দুই মাস দশস্কন্ধ ।
দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ব্বন্ধ ॥
জানকী বলেন রাজা না বল কুৎসিত ।
আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত ॥
দেবতা সদৃশ রাম তুমি নিশাচর ।
গরুড় বায়স দেখ অনেক অন্তর ॥
শ্রীরাম হইতে তোর দেখি বহু দূর ।
রাম সিংহ দেখি তোরে যেমন কুক্কুর ॥
এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন ।
সীতারে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ ॥

হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা খরধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা॥
এ খাণ্ডায় কাটিয়া করিব দুই খানি।
আর যেন নাহি বল দুরক্ষর বাণী॥
চেড়ীগণ আছে সব রাবণের আড়ে।
আড়ে থাকি তাহারা সীতারে চক্ষু ঠারে॥
তবু ভয় নাহি করে রামের সুন্দরী।
রাবণেরে ভর্ৎসে সেই কালে মন্দোদরী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে জাতি যে মানুষী।
কত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপসী॥
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে।
চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে॥
চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম।
চেড়ীগণ দ্রুত গিয়া করিল প্রণাম॥
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কাণে।
বুঝাও সীতায় ভালমতে রাত্রি দিনে॥
রুক্ষ বাক্য না বলিহ বলিহ পারিতি।
ভালমতে বুঝাইয়া লহ অনুমতি॥
ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়া চেড়ী।
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি॥
কোন চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী।
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাঁউরি॥

মারিতে কাটিতে চাহে কার নাহি ব্যথা।
প্রাণে আর কত সবে কান্দিছেন সীতা ॥
বস্ত্র না সম্বরে সীতা কেশ নাহি বান্ধে।
শোকেতে ব্যাকুল ভূমি লোটাইয়া কান্দে ॥
হনূমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে।
রোদন করেন সীতা সেই বৃক্ষতলে ॥
কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ী।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥
যদি হয় লঙ্কায় রামের আগমন।
সবংশে নির্ব্বংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥
এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥
হেন কালে অন্তরীক্ষে থাকে যদি চর।
মোর দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচর ॥
অমনি জয়রাম বাণী উপর হইতে।
মৃত্র সুধা ধার হেন পশে শ্রুতিপথে ॥
মাথা তুলি সচকিতে সে গাছ নেহালে।
হনূমান বীরে দেবী দেখেন সে ডালে ॥
সীতা হনূমান দোঁহে হইল দর্শন।
যোড়হাতে মাথা নোঙায় পবননন্দন ॥
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমায়।
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায় ॥

নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
রামদূত রূপে বুঝি করে সম্ভাষণ॥
দশ মাস করি আমি শোকে উপবাস।
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস॥
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর।
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর॥
হে দূত কি নাম ধর থাক কোন্ দেশে।
কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে॥
বহু দিন শ্রীরামের না জানি কুশল।
আমার লাগিয়া প্রভু আছেন দুর্ব্বল॥
হইবা রামের দূত হেন অনুমানি।
তব মুখে শুনিলাম সুমঙ্গল ধ্বনি॥
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর।
আকৃতি প্রকৃতি কিবা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
শালগাছ জিনি তাঁর প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
তিল ফুল জিনি নাসা সুদৃশ্য কপাল।
ফল মূল খায় তবু বিক্রমে বিশাল॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্র গমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবন মোহন॥
অনাথের নাথ রাম সকলের গতি।
কহিতে তাঁহার গুণ কাহার শকতি॥

রাবণের চর বলি না করহ ভয়।
স্বরূপে রামের দূত এই সে নিশ্চয়॥
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়।
রামের অঙ্গুরী দেখ হইবে নিশ্চয়॥
অঙ্গুরী দেখায় তাঁরে পবননন্দন।
অনিমিষে জানকী করেন নিরীক্ষণ॥
রামের অঙ্গুরী দেখি হইল বিশ্বাস।
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লাস॥
বুকে বুলাইয়া সীতা শিরে করি বন্দে।
রামের অঙ্গুরী পায়ে সীতাদেবী কান্দে॥

যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজা,
আমি সীতা তাঁহার নন্দিনী।
দশরথ সুত রাম, নবদূর্ব্বাদলশ্যাম,
বিবাহ করেন পণে জিনি॥
শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর ঘর,
কত মত করিলাম সুখ।
শ্বশুরের স্নেহ যত, শাশুড়ীগণের তত,
নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক॥
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা,
আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড।
কুব্জী দিল কুমন্ত্রণা, কেকয়ী করিল মানা,
বিলম্ব না কৈল এক দণ্ড॥

জনকের কন্যা আমি, রঘুবীর মম স্বামী,
মোরে বন্দি কৈল নিশাচর।
সুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃত্তিবাস সুললিত,
বিরচিল অতি মনোহর॥
বিভীষণ ধার্ম্মিক রাবণ সহোদর।
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর॥
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয়।
আমা দিতে রাবণেরে করিছে বিনয়॥
বিভীষণ কন্যা সানন্দা নাম ধরে।
তার মা পাঠাইয়া দিল আমার গোচরে॥
তার ঠাঁই শুনিলাম এই সারোদ্ধার॥
বিনা যুদ্ধে বাছা মোর নাহিক উদ্ধার॥
সুগ্রীবেরে জানাইও মম বিবরণ।
শ্রীরামেরে জানাইও আমার শরণ॥
দুমাস জীবন তার এক মাস যায়।
মাস গেলে বাছা মোর জীবন সংশয়॥
দুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান।
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খান॥
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন।
যদি ঝাট আইস তবে রহিবে জীবন॥
শুনিয়া সীতার এই করুণ বচন।
নেত্র নীরে তিতে বীর পবননন্দন॥

হনূমান বলে শুন জনক নন্দিনী।
না কর রোদন মাতা সম্বর আপনি॥
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে।
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে॥
মাথা হৈতে সীতা খসাইয়া দেন মণি।
মণি দিয়া তার ঠাঞি কহেন কাহিনী॥
মাসেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার।
তোমার কল্যাণে সীতা জীয়ে এইবার॥
রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান।
রাক্ষসে তাহার এত করে অপমান॥
অনন্তর মস্তকে বান্ধিয়া শিরোমণি।
দেশেতে চলিল বীর করিয়া মেলানি॥

কৃত্তিবাস।

লক্ষ্মণের শক্তি শেলে শ্রীরামের বিলাপ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী॥
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরী॥

হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে বাম হৈল বিধি॥
মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর।
কেনরে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে।
তোমার লইয়া আমি যাইব বনেতে॥
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমিরে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মানিক্য দিলাম ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥

কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
বাপের আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যদণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই তাহে পাড়িল পাষণ্ড ॥
বাপের সত্য পালিতে আমি কৈনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ ॥

কৃত্তিবাস।

পাশা খেলার পরে পাণ্ডবদের অপমান।

দুর্য্যোধন বলিলেন উত্তম কহিলে
আজ্ঞা দিলা যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥
দাস হৈতে দাস স্থানে যাকু পঞ্চজন।
সবাকার কাড়ি লও বস্ত্র আভরণ ॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভৃত্যগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥
কোন লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া ॥

দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মে করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে চেকা মারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কম্পে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ বারি বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মন হীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পমান ভীম বীর॥
পরিধান আভরণে উপস্থিত ছিলা।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিলা॥
সভা ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চ জনে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিলা পরে বিদুরের প্রতি॥
উঠ উঠ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাও চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সকল সহিতে করুক দাসীপন॥
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধ মুখে দুর্য্যোধনে করিলা উত্তর॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ আশু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগ পশু॥
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পুর তার মুখের ভিতর॥

কিমতে হইলি তুই এমত কুভাষী।
পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তোর দাসী ।।
ইহাতে কুবুদ্ধি অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে ।।
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ ।।
শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবত জীবন ।।
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ।।
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
তার কি সহায় নাই এই মহাদেশে ।।
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ।।
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে ধর্ম্মশীল নর ।।
পুনঃ পুনঃ কহিলাম আমি হিত বাণী।
না শুনিলে মৃত্যু কাল হৈল হেন জানি ।।
পাত্র মিত্র ইষ্টপুত্র সহিতে মজিবি।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ভজিবি ।।
তবে দুঃশাসনেরে বলেন দুর্য্যোধন।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে শীঘ্রগতি আন ।।

সভামধ্যে কেশে ধরি আনিবা তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিলা রাজন॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী লুকাইলা তায়।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পিছে পিছে ধায়॥
গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পশারিয়া।
সবিনয় বলিলেন তারে রহাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লয়ে যাবা মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় না হয় তোমার॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥

অচেতন হয়ে দেবী পড়িলা ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে ॥
কেশ ধরি লয়ে গেল পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে ॥
মণ্ডূক বিকল যেন ভুজঙ্গের মুখে।
ছট ফট করিলেন ছাড় ছাড় ডাকে ॥
কৃষ্ণার রোদন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে ॥
ঝাঁকারিয়া বলে লয়ে গেল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি কৃষ্ণা হইলা বিকল ॥
উপুড় হইয়া যান ভূমি ধরিবারে।
কুরু সভাসদ্ প্রতি কহেন কাতরে ॥
বড় বড় জন দেখি আছে সভাময়।
হেন জন নাহি দেখি এক কথা কয় ॥
এ সব দুর্ব্বুদ্ধি নাহি করে নিবারণ।
চিত্র পুতলিকা মত আছে সভাজন ॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছয়ে সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে ॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
এত দুঃখ মম কেহ না দেখে নয়নে ॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব ॥

কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ একু ভাষা নাহি কয় ॥
এত বলি কান্দিলেন সজল নয়নে।
কাতরা হইয়া চান স্বামিমুখ পানে ॥
দ্রৌপদী কাতরা দেখি জ্বলে পঞ্চজন।
ঘৃতযোগে যেই রূপ জ্বলে হুতাশন ॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহা তারা মনে না করিল ॥
দ্রৌপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়ে মনাগুণে ॥
দুঃশাসন টানে ঘন কৃষ্ণারে আকর্ষি।
পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী ॥
দুঃশাসন সাধু বলে রাধেয় শকুনি।
নয়নেতে জলধারা দ্রুপদনন্দিনী ॥
দ্রৌপদীর অপমানে হইয়া অস্থির।
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বৃকোদর বীর ॥
ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন জনে ॥
কপটে জুয়ারি হইয়াছে বহু জন।
তাহাদের থাকিবেক বেশ্যা নারীগণ ॥
সে সব নারীরে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ কর্ম্ম করিলা কেমন ॥

রাজ্য দেশ ধন জন হারিল যতেক।
ইহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর ব্যর্থ নারি করিবার॥
এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে অপমান করে হীন জনে॥
সকল অনর্থ হেতু তুমিই অবোধ।
ক্ষুদ্র লোকে কহে ভাষা নাহি কিছু বোধ॥
পার্থ বলিলেন ভাই কি বোল বলিলে।
কহ নাহি নৃপে হেন ভাষা কোন কালে॥
আজি কেন কটূত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য শোভা নাহি পায়॥
সদাই শত্রুর ভাই এই সে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
আহ্বান না মানিলে হতেন ধর্ম্মচ্যুত॥

ভীম বলিলেন ভাই না বলিবা আর।
হীন জন লঘুত্ব না পারি সহিবার ॥
ঈশ্বর বিনা অন্য চিত্ত না হয় আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার ॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব এত দেখিয়া নয়নে।
এই ভুজ রাখিবার কোন্ প্রয়োজনে ॥
যাও সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া ॥
এই রূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনল লাগি দহে কলেবর ॥

কাশীদাস।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সম্বাদ।

এক দিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি ॥

মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে ।
তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে ॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান ।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী ।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায় ।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন ।
তোমাতে না হয় রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে ।
হীনজন বলি রাজা তাহারে প্রহারে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি ।
এইরূপ উপদেশ দিলা পৌত্র প্রতি ॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত ।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখে নাহি অন্ত ॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে ।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে ।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি ।
উত্তর করিলা তাঁরে ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি ॥

ক্রোধ সম পাপ দেবী না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে ॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরি।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ব্বলোকে পুজে ॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥
কৃষ্ণা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥
সেই জন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধিমতে তুমি আচরিলা।
ঈশ্বর উদ্দেশে তুমি জীবন সঁপিলা ॥
তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি ॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে ॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন।
কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন ॥

যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে॥
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এই ত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বর্ণপাত্রে খায়।
আমি করি পরিচর্য্যা স্বহস্তে সবায়॥
দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞা মাত্রে।
তুমি এবে বনফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে সব ধর্ম্ম পালিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতায় এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥

আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই ॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
ফল লোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
পরিণামে পড়ে সেই নরক দুস্তরে ॥
দেখ এ সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অনায়াসে তরে ॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেই জন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি সহজ এ কর্ম্ম ॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেলা যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবা কেমনে।
যথা শক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥
অন্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তার।
ধর্ম্মেরে নিন্দিলে কভু নাহি প্রতিকার ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
যাহার সৃজন এই যত চরাচর ॥

কীট অণুকীট সম মোয়া কোন্ ছার ।
নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাৎপর ॥

কাশীদাস ।

উত্তরের নিকটে অর্জ্জুনের পরিচয় ।

ভূমিঞ্জয় কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি ।
রথ চালাইয়া তুমি দাও শীঘ্রগতি ॥
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন ।
সাক্ষাতে দেখিবা আজি তাদের মরণ ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু ।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু ॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয় ।
হাসি রথ চালাইলা বীর ধনঞ্জয় ॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে ॥
দূরে থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে ।
কেমন চালাও রথ কোথায় আনিলে ॥
তথায় লইবা রথ যথায় গোধন ।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলা কি কারণ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিল্লোল ।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল ॥

নৌকা বৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত্ত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ কুরুসৈন্য দেখা যায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধুগর্জ্জ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়।
নাহি জান বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথিগণ দেখি লাগে ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংশ হয়॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের আছুক কায দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়িল শরীরে প্রাণ তোমারে কহিনু॥

ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা গেল।
এক মাত্র পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াহ পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিবে বিপাকে॥
উত্তরের বচনে কহিলা ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে পড়িল ধূলি কম্পে কর জঙ্ঘা॥
কহিলা যে রথ বাহুড়াহ শীঘ্রগতি।
চিত্তে না করিবা আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে॥
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণ ভেলা॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গের গতি।
মত্ত গজ আগে কোথা শশকের স্থিতি॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবেক কোন জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ॥

জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গাভী রত্ন নিক্ লোক হাস্থক্ সংসার॥
নারীগণ হাস্থক্ হাস্থক্ বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন॥
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকেন পার্থ তাকে॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়া কোন্ ফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিলা গিয়া কাছে॥
আর্ত্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদ গদ।
নাহি মার বৃহন্নলা ধরি তব পদ॥
এবার লইয়া যদি যাও মোরে ঘর।
নানা রত্ন তবে আমি দিব বহুতর॥
আশ্বাসিয়া অর্জুন করেন সচেতন।
না করিবা ভয় শুন আমার বচন॥

যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হল মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম স্থানে ॥
রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যমঘর ॥
যত তব গোধন লইব ছাড়াইয়ে।
কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিবা রণভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরিয়া তোলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
চালাইলা তখন সে স্যন্দন অর্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনু তূণ ॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর ॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে ॥

পার্থ বলিলেন শব নহে উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন আমি কহিব করিতে॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে এতে ধনু অস্ত্রগণ॥
এত শুনি উত্তর চড়িল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অর্ক চন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হইয়া উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা হেথা দেখি সর্পময়॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার আছুক কায দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলিলেন সর্প নহে অস্ত্রগণ।
এখানে রাখিয়া গেল পাণ্ডুর নন্দন॥
এ কথা বলিলা যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথা না মানিল মূঢ় বিরাটতনয়॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখিয়া তাঁহারা কোথা গেলা॥
শুনিয়াছি পাশাতে হারিলা রাজ্য ধন।
প্রবেশিলা কৃষ্ণাসহ বনে ছয় জন॥
হেথায় কি মতে অস্ত্র রাখিলা পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হইলা কি হেতু এত সব॥

হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়॥
তুমি যদি ধনঞ্জয় কোথা যুধিষ্ঠির।
কোথা মহা বলবান্ বৃকোদর বীর॥
সহদেব নকুল দ্রুপদরাজসুতা।
সত্য যদি অর্জুন কহিবা তাঁরা কোথা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ্ ধর্ম্ম নৃপবর॥
বল্লভ নামেতে যেই তব সূপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে॥
অর্জুন বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরু সৈন্যেরে করিব॥

কাশীদাস।

ভীষ্মবধের উপায় নিরূপণ ।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বসি যোদ্ধাগণ ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ।।
ভীষ্মশরে পরাজিত যত বীরগণ ।
মাতঙ্গ যেমন ভাঙ্গে কদলীর বন ।।
বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে ।
পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে ।।
আমাদের কুবুদ্ধিতে করিলাম কর্ম্ম ।
প্রবৃত্তি হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম ।।
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে ।
সেই মত মম সৈন্য পড়িল সমরে ।।
প্রহারে পীড়িত হৈল সব সৈন্যগণ ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন ।।
আজ্ঞা দেও শ্রীকৃষ্ণ শোভন নহে রণ ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চ জন ।।
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী ।
কহিলা সান্ত্বনা বাক্য তাহে যদুমণি ।।
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি ।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি ।।
ইচ্ছায় তাঁহার মৃত্যু সর্ব্বলোকে জানে ।
জিজ্ঞাসিব সে উপায় ভীষ্ম বিদ্যমানে ।।

এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি ।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি ॥
বাসুদেব সহিতে পাণ্ডব পঞ্চবীর ।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির ॥
সমাদরে সবারে লইয়া কুরুপতি ।
বসাইলা দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি ॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর ।
রজনীতে কি হেতু আইলা নরেশ্বর ॥
যে কার্য্য তোমার থাকে বল ধর্ম্মরাজ ।
দুস্কর হইলে তব করিব সে কায ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি ।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি ॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাতে ।
এক গ্রাম আমাকে না দিল কুরুনাথে ॥
কারু বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ ।
নয় দিন হইল তোমার সহ রণ ॥
তোমাকে দেখিয়া যোদ্ধা সকলে অস্থির ।
সাক্ষাত হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর ॥
তূণ হৈতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে ।
তুমি বড় শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে ॥
হেন রূপ যদ্যপি করিবা তুমি রণ ।
আজ্ঞা কর পঞ্চ ভাই পুনঃ যাই বন ॥

তোমার কারণে সৈন্য হইল সংহার।
তোমাকে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন ॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বরবচন।
শত ভীষ্ম হইলেও না হবে খণ্ডন ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয়।
তোমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥
কিন্তু তুমি যদি কর এরূপ সংহার।
তবে জয় কোন মতে না হবে আমার ॥
সেই হেতু শরণ লইনু তব পায়।
কি উপায়ে নিজ মৃত্যু বল মহাশয় ॥
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি করিলা উত্তর ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার ॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম মাঝারে।
কোন বীর শক্তি নাহি জিনিতে আমারে ॥
যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরবকার্য্য শুন নরবর ॥
তবে কিন্তু তোমাদের না হইবে জয়।
এ কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয় ॥

আমাকে মারিলে তুমি হইবা নির্ভয়।
মারিবা কৌরবসৈন্য পাইবা বিজয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন।
নীচ জনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন॥
পুরুষ নির্ব্বল কিম্বা হয় হীনঅস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত।
তাহাকে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত॥
স্ত্রীজাতি দেখিলে পরে অস্ত্র পরিহরি।
নারী নামে নামি জনে হত্যা নাহি করি॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমাকে আমার যুদ্ধপণ॥
দ্রুপদের পুত্র যে শিখণ্ডী নাম ধরে।
মহাবল পরাক্রম তৎপর সমরে॥
পূর্ব্বে নারী আছিল পুরুষ হয় পাছে।
শুনিয়াছি দৈবের বিপাকে হেন আছে॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারী জাতি।
তাহাকে রাখিও রণে অর্জ্জুনের সাতি॥
শিখণ্ডীকে অগ্রে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধিবেন মম কলেবর॥
অস্ত্র না ধরিব আমি করিব উপেক্ষা।
আমাকে মারিবে পার্থ হবে সব রক্ষা॥

আমাকে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
এই মত উদ্যোগ করিবা কল্য রণে॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে॥

কাশীদাস।



ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিলা তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলা প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িলা ক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।

আমাকে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু ভাসে জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে ॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
শূন্য হৈল রাজপাট, মাণিক্যমন্দির খাট,
কোথা গেল কুরু অধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্য লোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধু জন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হব গিয়া দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হবে ছার খার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন বিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুখ ॥

দুর্য্যোধনবধ ধ্বনি, দুঃশাসনমৃত্যু বাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণবিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কথন ভীষ্মের পরাজয়।
সে জনে অর্জ্জুন মারে, এ কথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়॥
যার সঙ্গে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেলা ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
হে সঞ্জয় কি কহিলা মোরে॥
দ্রোণ মহা বলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি ধরে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।

শীঘ্র মোরে লয়ে রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ, বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্ত্রশোক সহিতে না পারি ।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী ॥

কাশীদাস ।

গান্ধারীর সহিত কৃষ্ণপাণ্ডবের কথোপকথন ।

শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পূর্ব্ব কথা ।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা ॥
যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন ।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন ॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে ।
জয় পরাজয় কার্ বল মা আমারে ॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন ।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন ॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে ।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে ॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী ।
যোড হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী ॥

যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
গুরুর বচন সম করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
এক পুত্রশোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
শুন বাছা ভীমসেন আমার বচন।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধন॥
নাভীর অধোতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন কর তুমি হেন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগু হয়ে যোড় হস্তে কহিলা তখন॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
এ কারণে করিয়াছি ধর্ম্মচ্যুত নহি॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল ঊরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এই হেতু দুই ঊরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥
শুনিয়া গান্ধারী পুন বলিলা বচন।
কোন্ অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসন॥
তুমি তারে মারিয়া করিলা রক্তপান।
বিশেষে কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতির প্রধান॥

বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন।
দুঃশাসন ছিল মাতা অতি অভাজন॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল্ যখন।
করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেই ক্ষণ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পিয়েছি রুধির॥
প্রতিজ্ঞা রাখিতে রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এই ক্ষণে তুমি॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
এ কারণে মারি তব শতেক কুমার॥

ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন॥
কুপুত্র সুপুত্র হৌক্ মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় তারা মরিল সকল॥
শুন ওই বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য্য চাঁদে॥

শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
ঐ দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত।
সে তনু ধূলায় আজি দেখ যদুসুত॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা কি বলিয়া আমাকে কংসারি॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক॥

গর্ব্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়েতে তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে কৃষ্ণধন॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
সহিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখসংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোনক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আত্রশাখা হাতে॥

অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি॥
মরিলেক শত পুত্র না আছে সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্রি দিনে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনা নগরী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন বাসুদেব প্রতি॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে॥
ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার॥
ভেদ জন্মাইলা দুই দিকে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান।
তাহে ভেদ করা যুক্ত নহে মতিমান॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে॥

না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে ।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাঁহারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে ।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥
তারে বন্ধু বলি যেই করায় শমতা ।
তুমি দিলা শিখাইয়া বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে ।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন ।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে ।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলা মনে ॥
পশ্চাতে অর্জুন গেল সে কথা শুনিয়া ।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিলা কৌরবে সম্ভ্রমে ।
ছলেতে অর্জুনবাক্য শুনিলা প্রথমে ॥
সারথি হইলা তুমি অর্জুনের রথে ।
সমান সম্বন্ধ তবে রহিল কি মতে ॥
তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি ।
সৈন্য নাহি দিতে তুমি না হতে সারথি ॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ ॥

তার পর এক কথা শুন যদুসুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি।
চাহিলা যে পঞ্চগ্রাম শুনিয়াছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেন তবে॥
সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধযুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পড় মনোদুঃখে॥

পুত্রশোকে কলেবর পুড়িছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ॥
যেন মোর বধূ সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশে তথা হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥

কাশীদাস।

হরপার্ব্বতীর গৃহস্থ অবস্থা।

কিনিয়া পাশার সারি আনিল পার্ব্বতী।
আপনি লইল রাঙ্গী কালী পদ্মাবতী॥

হাতে পাষ্টী করিয়া ডাকেন দশ দশ।
দেখিয়া মেনকা বুড় হইল বিরস ॥
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল সকল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল ॥
ভিকারীর স্ত্রী হয়ে পাশায় প্রবল।
কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল ॥
প্রভাতে খাইতে চায় কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়ার সম্বল তোর ঘরে নাই ॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ॥
প্রেত ভূত পিশাচের সহিতে তার রঙ্গ।
প্রতিদিন কতেক কিনিয়া দিব ভাঙ্গ ॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাসবাস।
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বার মাস ॥
লোক লাজে স্বামী মোর কিছুই না কয়।
জামাতার পাকে হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥
দুই পুত্র তিন দাসী আর শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের অন্ত নাহি জানি ॥
নিরন্তর কতেক সহিব উৎপাত।
রেঁধে বেড়ে দিয়ে মোর কাঁখে হৈল বাত ॥
দুগ্ধ উথলিলে গৌরী নাহি দেও পানি।
পাশা খেলে বঞ্চ তুমি দিবস রজনী ॥

শুনিয়া মায়ের মুখে বচন প্রবল।
কহিতে লাগিল গৌরী আঁখি-ছল ছল॥
জামাতারে দিয়াছেন বাপা ভূমি দান।
তথি ফলে মাস মসূর তিল কাপাস ধান॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেও খোটা।
তোমার ঘরে আজি হৈতে পুতিলাম কাঁটা॥
মৈনাক তনয় লয়ে সুখে কর ঘর।
কতবা সহিব নিন্দা যাব অন্যত্তর॥
কতবা সহিব আমি দন্তের ঝট্ ঝটী।
দেশান্তরে যাব আমি পুত্র লয়ে দুটী॥
এত বলি যান গৌরী ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ॥
গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাসগিরি,
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই, চিন্তাযুক্ত গোসাঁই,
ভিক্ষা অনুসারে কৈলা মতি॥
ভ্রমেন উজান ভাটী, চৌদিকে কোচের বাটী,
কোচবধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হৈতে চালুগুলি, ভরিয়া রাখেন ঝুলি,
দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে॥
কেহ দেয় চালু কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি,
কুপি ভরি তৈল দেয় তেলি।

ময়রা মোদক দেয়; সূত্রধরে খই দেয়,
বেণে দিল ভাঙ্গের পুটুলি ॥
লবণিয়া দেয় লোণ; ঘৃত দধি গোপগণ,
তাম্বূলিয়া দেয় গুয়া পান।
বেলা হৈল দুই পর, মহেশ আইলা ঘর,
কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান ॥
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চালু হৈল কতগুলি,
নানা দ্রব্য হৈল স্থানে স্থানে।
দেখিয়া মোদক খই, ধাওয়া ধাই দুই ভাই,
কন্দল বাজিল দুই জনে ॥
সবারে প্রবোধ করি, বাঁটিয়া দিলেন গৌরী,
রন্ধন করিলা দাক্ষায়ণী।
ভোজন করিলা হর, গৌরী গুহ লম্বোদর,
সুখে গেল সেহ তো রজনী ॥
রাম রাম স্মরণেতে প্রভাত রজনী।
শয্যা হৈতে উঠিলেন দেব শূলপাণি ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন।
বসিলেন শূলপাণি সুস্থির আসন ॥
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর ॥
সম্ভ্রমে আইলা গৌরী করি পুটাঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর ভোজন কুতূহলী ॥

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পেলেম বহুগ্রামে।
আজি সকালে ভোজন করি থাকিয়া আশ্রমে॥
আজি গণেশের মাতা রান্ধিবে মোর মত।
নিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমুড়া বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
ঘৃতে ভাজি শর্করাতে ফেলহ ফুলবড়ি।
চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি॥
কড়ই করিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া করিবে দৃঢ় পাক॥
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবে জামিরের রস।
এ বেলার মত ব্যঞ্জন রান্ধ গোটা দশ॥
রন্ধন উদ্যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির।
ভোজনের শেষে দিবা দধি দুগ্ধ ক্ষীর॥
এতেক বচন যদি কহে শূলপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোসাঁই।
প্রথমে যা পাতে দিব তাই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার শুধিলোঁ।
অবশেষে ছিল যাহা রন্ধন করিলোঁ॥

আছিল ভিক্ষার বাকী পালি দশ ধান।
গণেশের মূষায় তা কৈল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারিব তণ্ডুল॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভারতী।
সকোপে বলেন তাঁরে দেব পশুপতি॥
আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।
তুমি কর ঘর, হয়ে স্বতন্তর, লয়ে গুহ গজাননে॥
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন না মিলে।
গৃহিনী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুতলে॥
কত ঘরে আনি, লেখা নাহি জানি, দেড়ি অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর, করে দুর দুর, গণার মূষার পাকে॥
এ দুখ প্রচুর, গুহার ময়ূর, সাপ ধরি ধরি খায়।
হেন লয় মোরে, এই পাপ ঘরে, রহিতে চিত না জুয়ায়॥
বিক্রম করয়, বাঘা বনে ধায়, দেখি তাহার চাহনি।
বলদ দুর্ব্বল, করে টলমল, নাহি খায় ঘাস পানি॥
আন্ বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল, ডম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইসহ ভৃঙ্গী, যাবে মোর সঙ্গী, না রহিব তোরে বলি॥
এত বলি হর, ছাড়ি নিজ ঘর, চলিলা বৃষ বাহনে।
করি আত্মঘাতি, বলেন পার্ব্বতী, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥
কি জানি তপের ফলে বর পেয়ে হর।
সই সাঙ্গাতি নাহি আসে, দেখি দিগম্বর॥

উন্মত্ত লেঙ্গটা হর চিতা ধূলি গায়।
দাঁড়াতে মাথার জটা ভূমেতে লুটায়॥
একত্র শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তাহার অধিক পোড়ে বাঘছালের বাসে॥
পোয়ের ময়ূরে বাপের সাপে সদাই করে কেলি।
গণার মুষায় ঝুলী কাটে, আমি খাই গালি॥
বাঘ বলদে সদাই রণ নিবারিব কত।
অভাগী গৌরীর প্রাণ দৈবে হৈল হত॥
পায় ধরি কর্জ্জ করি, সুধিতে কন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥
দারুণ দৈবের ফলে হইলাম দুখিনী।
ভিক্ষার ভাতেতে বিধি করিলা গৃহিণী॥
উভে ফণি শোভে পতির ললাটে দাহন।
জটায় জাহ্নবী ফিরে ভূতের নাচন॥
কি কহিব সহচরী মোর দুঃখ কথা।
মিথ্যা নারী করি মোরে সৃজিলা বিধাতা॥

কবিকঙ্কণ।

ব্যাধপুত্রের বর্ণন।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বালক কুঞ্জরগতি, যেন নব নরপতি,
সবার লোচনসুখ হেতু॥

নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুঁদে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
দেহ যেন শাল শাখী, বিকচ কমল আঁখি,
শ্যামবর্ণ শোভিত কুণ্ডল॥
বিচিত্র কপালতটী, গলায় জালের কাঁটি,
কর যোড়া লোহার শিকলি।
বুক শোভে ব্যাঘ্র নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলি॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা,
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান পাট ধড়া, মাথায় জালের দড়া,
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া বাউড়ি ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি করে, আছাড়ে ধরণী পরে,
ভয়ে কেহ নিকটে না যায়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়া ধরে,
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥
গণক আসিয়া ঘরে, শুভতিথি শুভবারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত করে।

কোঁটা দিয়া বিন্ধে রেজা, ফিরাইতে শিখে লেজা,
চামর টোপর শোভে শিরে ॥

কবিকঙ্কণ।

মগরা নদীতে ধনপতির ঝড় বৃষ্টি ঘটনা।

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগণমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মূষলধারে জল ॥
পূর্ব্ব হৈতে আইল বাণ দেখিতে ধবল।
সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল ॥
বাণজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
জল মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
চারি দিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘন ডিঙ্গা করে দল মল ॥
অবিরত হয় চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি ॥
ছৈ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥

ঝন্ ঝনা চিকুর পড়ে কামান সমান।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় লাগি করে ঢুসা ঢুসি।
গুঁড়া হয়ে কাঠ পাট যায় খসি খসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম শঙ্কটে পাব কি রূপে নিস্তার॥
কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ, বেংতড়্কা পড়ে বাজ,
বরিষে মুষলধারে জল॥
ডিঙ্গা ফেরে যেন চাক, ভয়ে নাহি ফুটে বাক,
নাহি জানি কোন্ গ্রহফল।
নাহি জানি দিবা রাত্তি, ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি,
ঝলকে ঝলকে বহে জল॥
শিলা পড়ে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি,
বেগে জল বাজে যেন কাঁড়।
বিষম জলের রায়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়,
গাবরে ধরিতে নারে দাঁড়॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে,
দুকূল যুড়িয়া বহে ফেণা।
কহ কর্ণধার ভাই, কি মতে নিস্তার পাই,
ভাসে সর্প উভ করি ফণা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নেয়ে পাইক জড় সড় শীতে।

শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥
দেখহ নায়ের পাশে, হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে,
ভয়ঙ্কর বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রবল জল,
আজি হৈল সংশয় জীবন ॥
কবিকঙ্কণ।

জননী কর্ত্তৃক শিশুশ্রীমন্তের রোদন শান্তি।

আয় রে আয় আয় আয় রে আয়।
কি লাগি কান্দে বাছা কি ধন চায় ॥
তুলিয়ে আনিব গগণ ফুল।
এৈকেক ফুলের লক্ষৈক মূল ॥
সে ফুলে গাঁথিয়ে পরাব হার।
সোণার বাছা কেঁদোনা আর ॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া ॥
তুরঙ্গ রথ হস্তী যৌতুক দিয়া।
রাজার দুহিতা করাব বিয়া ॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী চন্দন গায় ॥

পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বায়।
শ্রীকবি কঙ্কণে সঙ্গীত গায়॥

কবিকঙ্কণ।

শিশু শ্রীমন্ত বর্ণনা।

দিনে দিনে বাড়েন শ্রীপতি।
কোলে শুয়ে করে ক্রীড়া, নাহি রোগ ব্যাধি পীড়া,
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতিঃ॥
দেহের কণক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ,
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
বিচিত্র কপালতটী, গলায় সোণার কাঁটী,
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা॥
জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে,
সাধুসুত করয়ে দেহালা।
দোলায় ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা কোলে,
ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা॥
মৌনেতে ক্ষণেক থাকে, উঁয়া চুঁয়া ক্ষণে ডাকে,
জননীর পরাণে কৌতুক।
পতি নৃপতির দাস, গেল দীর্ঘ পরবাস,
পাশরে দেখিয়া পুত্রমুখ॥
জননীর লোচন ফাঁদ, বদন শরদচাঁদ,
লোচন যুগল ইন্দীবর।

কপাল বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা,
অভিনব যেন শক্তিধর ॥
দুই তিন চারি মাস, উলটিয়া দেয় পাশ,
আন্ বেশ সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি, রূপে অতি মনোহারী,
ছয় মাসে করয়ে ভোজন ॥
সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ,
আন্ বেশ দিবসে দিবসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
আলগোছি দেয় দশ মাসে ॥

কবিকঙ্কণ।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসের ছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডান করে ভাঙ্গা নড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী ॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলি কিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥

ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁঠি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিল ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজ ভরে পিঠদাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাই কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেথানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥

তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এই খানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুড়ি এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥
বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শোণ নুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুঁড়ি গুঁড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥

বুড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে নারে বাছা কি কথা কহিলে।
পুনঃ কহ কি হইবে এখানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে॥
বুড়ী বলে হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীন দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এথানে যে মরে॥

বুঝিনু বুঝিনু বলি করে নাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্ধান॥

ভারতচন্দ্র।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে!
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ, ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে
তুরঙ্গম, * * *
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,

ধূমকেতুরাশি, যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে!
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত
রক্ষোযম; নল, নীল, শরভ সুমতি,—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে!
মজ্রিল জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিল চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!—
চকিতে চাহিলা হরি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে

অসংখ্য, প্রতিবিম্ব-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার রূপে! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য, ঊর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড় হেরিয়া দূরে সদা ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে!
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি;
কাঁদিছে জননী, কোলে করি শিশুকুলে
ভয়াকুল; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
আদেশিলা গরুড়েরে, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে

পক্ষীরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
 যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে !
আতঙ্কে শুনিল লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে !
 বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশিসম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ ! গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ; বহিল প্লাবনে

শোণিত! পড়িল রক্ষোমরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে!
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে!
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমনি,
মদকল করীরাজে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্রকেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠরতি! অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী

রোষিলা সে ক্ষণগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
" শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কার তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে; দেহ পথ ছাড়ি!"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, " রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, " দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া

আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—" সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রসরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবত শির লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।

কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
" যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পবান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে !
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব ! " ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিল মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝণ্ঝনি !
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে !
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
লাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী !
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু

অভিমানে। ছাড়ে ধনুঃ ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি ; " না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ। এ ভব মণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে !
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর ? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ !" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপানে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে ;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি ; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা ধায় বাজপতি
অম্বরে, চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে, * *
* * বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে !

দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর্? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর্, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্মতি,
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল জগতে।"
গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!"
বাজিল তুমুল রণ; চাহিলা বিস্ময়ে

দেব নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, " বাখানি
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!"
স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সংসার বিরাগী যুবক।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান।
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান॥

বিচিত্র গগণ কর কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল শরীর সেবি মলয় পবন॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রমরে নদীর কূলে একা এক দিন॥
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ,
লোচনের আভা তার, মুখের কিরণ,
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয়॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
" দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দাহনে তাহার॥
চারি দিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥

এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোণার পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা ॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল ॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায় ॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগত জনে রবি অস্ত যান ॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই, পাইয়া গোধূলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি ॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলোকিত মন ॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল ॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে ॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায় ॥
চিন্তা বিষে মন যার জ্বরে একবার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার ॥
সার ভাবিয়াছি আমি নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার ॥

দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার।
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঈশ্বর স্তুতি।

আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারি দিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।

স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহীতল,
তাঁর গুণ গাইছে কেবল ॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী ॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া কর মোরে।
তব পদে বিশ্বপতি, থাকে যেন মম মতি,
এই নিবেদন পাপী করে ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যমুনাতটে।

আহা কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তটিনীর জল!
কুসুম পল্লব লতা নিশার তুষারে,
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকের পাঁতি শোভে তরু শাখাপরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায়;—

হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

ভাসিয়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করি দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জনে প্রকৃতির প্রোজ্জ্বল মুরতি
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানবমন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মজে বিজন ভূমিতে।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি!
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলি,
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহার?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলি,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না!
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্ত ভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লজ্জাবতী লতা।

ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা!
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,
ছুঁইও না উহার দেহ রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে, উটি আছে কোথা!
আহা অই খানে থাক, দিও না ক ব্যথা!
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা!

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!
যায় না কাহারো পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর!

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুঠে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
"কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিতপ্রাণ,
পুরুষরতন হেরে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটী সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ;
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারদ কর্ত্তৃক গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা।

মানব মঙ্গলে দেবতা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময়,
মানবে রাখিতে ভগবান চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।
দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র,
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায় ;
নিবিড় আঁধার, জলধি হুঙ্কার,
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।
নাহি করে গতি গ্রহদল পতি,
অবনী মণ্ডল নাহিক ছুটে ;
নদ নদী জল হইল অচল,
নিঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ,
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।
বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।
হায় কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্ম সনাতন চরণ হতে
ব্রহ্মকমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।
গভীর গর্জ্জনে, দেখিনু গগনে,
ব্রহ্মকমণ্ডলু হতে আবার,
জলস্তম্ভ ধায় রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।
ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িছে আসি,
ভূধর শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল রাশি।
রজত বরণ স্তম্ভের গঠন,
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,

হিমানী আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে।
চারি দিকে তার রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেণা,
ঢাকি গিরি চূড়া হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিল কণা।
ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল কায়,
নীলিম গিরিতে হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।
হইল চঞ্চল হিমাদ্রী অচল,
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা,
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে,
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা।
ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে,
তরঙ্গ সহস্র একত্র হয়ে,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ লয়ে।
পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত,
ফুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল, তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ।

বেগে বক্রকায় স্রোতঃস্রুত ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে,
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়,
শ্বেত ফেণরাশি পড়িছে পিছে।
তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে,
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু শোভা চিত্রিত করে।
শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী নাহিক ফাঁক,
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া,
পাষাণ ফাটিছে শুনিয়া ডাক।
ছাড়ি হরিদ্বার, শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা;
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতীজল
বহিল তরঙ্গ তরল পারা।
অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে,
হইল সকলে আনন্দে ভোর;
"জয় সনাতনী পতিতপাবনী"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পার্থিব বৈভবের নশ্বরতা।

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে,
সরোবরে ঘন ঘন দেখিলাম দোলে।
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে।
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে॥
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে।
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে॥
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে।
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে॥

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম জল জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়ে ব্যাকুল মন;
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজারাজমন্ত্রীলীলা বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী, দেখিতে কেবলি?
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
আনিল সংসারে যারা বিবিধ কৌশল!
দেবতুল্য পরাক্রমে,   ভবে অবলীলাক্রমে,
ছড়াইল মহিমায় কিরণ উজ্জ্বল;
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল!
বাঁধিয়ে পাষাণ স্তূপ,   অবনীতে অপরূপ,
দেখাইল মানবের কি কৌশলবল,
প্রাচীন মিশরবাসী, কোথা সে সকল!
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ,   অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা! এবে কারা হয়েছে প্রবল,
পূজিছে কাদের আজি অবনীমণ্ডল!

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি;
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ অরুণের ভাতি;
অতুল্য অবনীতলে,   এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি!
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি!
মারাথন থার্মপলি   হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীক আঁধারে আজি পোহাইছে রাতি;
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি!
যার পদচিহ্ন ধরি,   অন্য জাতি দম্ভ করি,

আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইছে ভাতি ;
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ঘোর কোথায় সে রোম ;
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম !
ধরণীর সীমা যার ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বরষাবধি অতুল বিক্রম।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার ;
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম !
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
ধরাতল বাঁধা ছিল, কোথায় সে রোম !
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম !

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ;
সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্যকিরণজালে, ইহারাই কোন কালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
আরবের পারস্যের কি দশা এখন !
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন !

"দীন" বলি মহীতলে, যে কাণ্ড করিল বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন ;
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন !

এডুকেশন গেজেট।

সূর্য্য।

দেব দিবাকর, অন্ধকারহর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
সেবিবে অচল ভকতিভাবে ?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজলে,
সঙ্গীততরঙ্গ চৌদিকে উথলে ;
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে।

তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর
আনন্দে বরষি সুধাময় কর
সাজান যতনে অবনী অম্বর,
যেন সন্তাপিত মানব মন
রজনীর শান্ত রসেতে রসিয়া,
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে ভুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে ঢলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন।

তোমার আদেশে জলধরদল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,
ছাইয়া নিমেষে গগণমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিলরাশি,
বিষম নিদাঘতাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুলকে পূরিতে ধরণিবাসী।

তোমার প্রভাবে হিমানীভবনে
জনমে তটিনী; তোমার পালনে
লভি পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি ধরাতলে প্রকাশ পায়,
সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সবে হৃষ্টমতি,
ভোগের ভাণ্ডার উথলি যায়।

তোমারি আলোকমালায় ভূষিত,
তোমারি শোভায় সুন্দর সজ্জিত,
তোমারি বলেতে গগণে ধাবিত,
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্ক চয়;
যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,

ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে,
নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে যেন রে গ্রথিত রয়।

তোমারি প্রসূত অবনীমণ্ডল,
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু দল;
আদি কালে তুমি আছিলে কেবল
হৃদয়ে করিয়া এই জগত;
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজ বল,
করি দশ দিকে কত কীর্ত্তিস্থল,
মানব কি ছার বুঝিবে তাবত।
এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি,
ওহে বিশ্ববীজ গগণ বিচরি
করিতেছ কাজ দিবস শর্ব্বরী,
প্রকাশি বিবিধ প্রকার বল;
জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার,
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার,
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
তুমি অবনীর এক সম্বল।

তুমি মেঘ করি বরষিছ জল,
তুমি কৃষীরূপে ধরিতেছ হল,

গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্যরূপে পুন উদিত।
তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল
বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল ;
তোমার মহিমা অপরিমিত।
তব তেজোময় দেহের অনল,
কালে কালে নাকি হইয়া প্রবল,
করাল কবলে গ্রাসিবে সকল,
জগত হইবে তোমাতে লয়;
আদিকালে তুমি আছিলে যেমন
পুনরায় তুমি রহিবে তেমন,
একা, অদ্বিতীয়, নিখিল কারণ,
পুন নব সৃষ্টি শকতিময়।

এডুকেশন গেজেট

নারী-বন্দনা।

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম লতা।

পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, ঊষার আলো ;
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব নীরদ মাল।
প্রেমের প্রতিমে, স্নেহের সাগর,
করুণা নিঝর, দয়ার নদী ;
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।
যেমন মধুর স্নেহে ভরপূর,
নারীর সরল উদার প্রাণ ;
এ দেব-দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।
আমরা পুরুষ পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে।
হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কানন,
কেমন পাবন সুবাস বায় !
নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;

তারক খচিত উজ্জল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা!
আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে ছবি কানন কুসুম রাশি
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।
অমায়িক ছুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায়;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপ্তি পায়!
অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা;
মানস কমল কানন ভারতী,
জগজ্জন মন নয়ন লোভা!
তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো করে আছে আলয় যার;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার!
করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয়;
তব সুশীতল প্রেম তরু তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে।
নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে ছুলিয়ে ছুলিয়ে,
সোনার প্রতিমে বেড়ায় যেন।
আহা কৃপাময়ী, এ জগতী তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !
হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা ;
ধেয়ান তোমারি কমল চরণ,
ভাবে গদ গদ মানস খোলা।
নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।
আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !

মাধুরী মাখায়, মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী!
মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।
সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকে না আর!

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

প্রতিবেশীর গৃহদাহকাতরা বালিকা।

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে;
মুখ খানি আহা চুন্‌পানা করি,
অনলের পানে চাহিয়ে আছে!
চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল;
কচি কচি দুটি কপোল বহিয়ে,
গড়িয়ে আসিছে নয়ন-জল।

যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি!
হে সুরবালিকে, শুভ দরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজ্জ্বল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন!
দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই
শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই!
যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ননীর তার অনুরূপ,
মরি আজি সাজিয়াছে কেমন!
যেন দেববালা হেরিয়ে শিখায়,
কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে;
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
ভাসিছেন শুদু নয়ন-জলে!
তোমার মতন, ভুবন-ভুষণ,
অমূল রতন নাই গো আর।

সাধনের ধন এ নব রতন,
হৃদি আলো করি রহিবে কার!
তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
সে যেন তোমার মতন হয়;
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
চিরদিন যেন সুখেতে রয়!

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

বনবাসিনী সীতার বিলাপ।

ওরে ওরে ও সন্তান! কেন মম গর্ভে স্থান
নিয়েছিলি! মরি মরি হায় হায় হায় রে!
এ বিপুল অবনীতে তুই কি রে জন্ম নিতে
পাস্ নাই স্থান আর, খুঁজিয়ে কোথায় রে।
ভেবেছিলি সীতারে কোশল-রাজরাণী;
জনমদুখিনী দোষ বুঝি নাহি জানি।
রবিকুলে জন্ম লবি, নিয়ত আদরে রবি,
রাঘবাঙ্ক-শোভা হবি এই দুরাশায় রে!
দুখিনী জঠরে এলি, ভাল তার ফল পেলি,
থাকুক সে সুখ এবে প্রাণে বাঁচা দায় রে।
কেবল সংশয় তোর জীবনে ত নয়,
আমারো করিলি তুই জীবন সংশয়!

রাঘব-পাদপাশ্রিতা, প্রেমরস-প্রবর্দ্ধিতা,
সীতা লতিকায় হায়, হায় কি কুক্ষণে রে
হইলি মুকুল তুই! বাকি মাত্র দিন দুই,
কুসুমিতা হতে, তার দৈব বিড়ম্বনে রে,
বহিল নিঃশব্দে ঘোর ঝড় প্রতিকুল!
কোথা সেই তরু কোথা লতা সমুকুল!
শুনিয়াছি লোকে কয়, হলে গর্ব্ভ উপচয়,
নারীকুল হয় আরো পতি সোহাগিনী রে!
সীতা কপালের দোষে, পড়িল পতির রোষে,
গর্ব্ভবতী হয়ে সেই হেন অভাগিনী রে!
সুবর্ণ-সূতিকাগার, পাবি কি পাবি কি আর,
পাবি কি কৌশল্যা আদি পিতামহীগণে রে!
শোনা মাত্র হাসি হাসি, ঊর্ম্মিলা মাণ্ডবী মাসি,
কোলে তুলে লইবে কি কোমল-বসনে রে!
কোশলেশ-রাঘবের হৃদয়কমল
পাবি কি রে আর তুই বিহারের স্থল!
মণিময় অলঙ্কার পাবি কি রে ... পহার,
পাবি কি সে প্রাণেশের সস্নেহ-চুম্বন রে;
কাঁদিলে অস্পষ্ট বোলে, তুলিয়ে লইবে কোলে,
নাথ-কোলে দিতে সীতা পাবে কি কখন রে!
এ সকল সুখ তুই যদি না লভিলি,
গর্ব্ভ-ক্লেশ ভুগে তবে কি ফল পাইলি?

দশমাস দশদিন, কষ্ট সয়ে ভাগ্যাধীন,
পুত্র প্রসবিয়া হায় যদি সে সুতিনী রে!
বসি প্রিয়পতি-পাশে, প্রীতিরসে নাহি ভাসে,
কি সুখ তা হলে, সুতে দুখহেতু মানি রে!
তাহা হতে সুখী এই বিহঙ্গিনীগণে,
শাবক সহিত সুখে বঞ্চে স্বামি-সনে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।

মরণকামনায় সীতার গঙ্গাজলে প্রবেশ।

ওরে বনচর! সর সর সবে
রুধো না রুধো না রুধো না পথ;
রবে না জানকী পাপভরা ভবে,
চলিল, চলিল জন্মের মত।

রঘুকুলদেবী-ভাগীরথী-কোলে
রঘুকুল-বধূ জানকী আজ,
শরণ লভেছে দুখে তাপে জ্বলে
কাঁদিবে না আর কানন-মাঝ।

ধেয়ে যেতে কেন বনলতাবলী
ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে,
কেন দাও বাধা?—সবিনয়ে বলি
দাও, দাও, দাও, দাও না ছেড়ে।

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে !

রাঘবের-প্রেম সুখ-নিধি-ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে ;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা,
বিষম বিষাদে পাষাণ গলে।

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে,
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে !
হেন শুভদিন আর কি হইবে,
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ?

রামের প্রেমের প্রতিমাখানি রে
গড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি !

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
একবার হেথা দেখ সে এসে ;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে !

এই বেলা এস, না আসিলে আর
ইহলোকে দেখা পাবে না তারে !
ডুবিল, ডুবিল, ডুবিল তোমার
হেম-কমলিনী সলিল-ধারে !

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনক-লতা ;
ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিণী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা !

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার্ অভিশাপে অতল-তলে !

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

বালগোপাল।

পাখানি নাচায়ে, নূপুর বাজায়ে,
বসিয়ে মায়ের কোলে।
ঈষত হাসিয়ে, মাখন তুলিয়ে,
আধ আধ বাণী বোলে ॥
কাঁচা মরকত, নবনী জড়িত,
মনোহর তনুখানি।

হাসিয়ে হাসিয়ে, অমিয়া সিঞ্চিয়ে,
বোলে আধ আধ বাণী ॥
আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল।
চৌদিকে ব্রজবধূ, নাচত গাওত,
বোলত থৈ থৈ তাল ॥
থমকি থমকি মৃদু মন্দ মধুর গতি,
ঘুঙ্ঘুর শব্দ সুতাল।
বঙ্ক* বলয় ধ্বনি, নূপুর ঝন ঝনি, [বেঁকি]
আধ আধ বোল রসাল ॥
মরকত অঞ্জন, ইন্দুবদন ঘন
মোহন মূরতি তমাল।
ঈষৎ মধুর উঁহি, গীম* দোলাওনি, [গ্রীবা]
কর পদ পঙ্কজ লাল ॥

পদকল্পতরু।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার।

জননী বিরাজিত বেশ উজোর*। [উজ্জ্বল]
গোঠ বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর ॥
আগে অগণিত যায় গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক যায় হৈ হৈ বলিয়া ॥
সম বয়ঃ রূপ সমহু করি ছাঁদ।
রাম বামে চলু শ্যামর* চাঁদ ॥ [শ্যামল]

ময়ূরশিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
কুণ্ডলমণ্ডি গণ্ডে টলমলিয়া ॥
শিরপর চাঁদ অধরপর মুরলী।
চলইতে পহু করত কত খুরলী* ॥ [রঙ্গ]
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থরগতি কুঞ্জরবর জিনিয়া ॥
মণিমঞ্জীর বাজত ঝনঝনিয়া।
গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া* ॥ [ধন্য ধন্য]

যমুনাকো তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে* । [বাজায়]
মুরতি মোহন, ব্রজবালকগণ,
সদন তিয়াগি বনে ধাওই রে ॥
অসিত অম্বুধর, অসিত সরসীরুহ,
অতসী কুসুম জিনি লাবণি রে ।
ইন্দ্রনীল মণি, উদার মরকত
শ্রী নিন্দিত বপু আভা রে ॥
শিরে শিখণ্ডচূড় শ্রবণে গুঞ্জাফল,
নির্ম্মল মুকুতালম্বি নাসাতল,
নব কিশলয় অবতংস গোরোচন
অলকে তিলকে মুখশোভা রে ।
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বামকর,
কম্বু কণ্ঠে বনমালা মনোহর,

ধাতুরাগ বৈচিত্র্য কলেবর,
চরণ চরণোপরি শোভা রে ॥
গোধূলী ধূসর বিষাণ কক্ষতল,
রজ্জু গোছাদম বিনিহিত কন্ধর,
রঙ্গভূমে ঐ বিরাজিত নটবর,
রূপে জগ মন লোভা রে।
ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,
কাছনি বিষাণ বেণু মুরলী, **
মুরলী ললিত গান রে ॥
দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি,
তরণী তনুজা তীরে খেলি,
ধবলী শ্যামলী আগুরী আগুরী,
ফুকরি চলিছে কান* রে। [কানাই]
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি,
বদনইন্দু উজর কাঁতি,
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার*, [শ্বেত গুঞ্জারহার]
মদনমোহন ভাণ রে ॥

পদকল্পতরু।

** কাছনি, ধড়া। বিষাণ, বলরামের শিঙ্গা। বেণু মুরলী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বংশী। আগুরী, গোরুর নাম।

শচীদেবীর পুত্রবিরহ।

ভাবে গদ গদ বুক, গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ,
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিত জনু,* গৌর সুন্দর তনু, [যেন]
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়া গোরা, অরুণ নয়নে ধারা,
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠে মায়, ধেয়ে কোলে করে তায়,
ঝর ঝর নয়নের নীরে॥
দুঁহু প্রেমে দুঁহু কাঁদে, দুঁহু থির নাহি বাঁধে,
কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
আন্ধল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে,
প্রাণহীন তোমার হুতাসে॥
যে হউ সে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা,
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণববর,
কি ধরম সন্ন্যাস করণ॥
এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচী মাতা,
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে, ধারা বহে দুঁহু দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥

প্রেমদাস।

বিরহ বিকল মায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্বজনে,
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ি আছে,
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলে হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক,
ফুকরি কাঁদয়ে উভরায়।
দুঁহু দুঁহু ধরি গলে, পড়য়ে ধরণীতলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥
দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক,
কতমতে প্রবোধ করিয়া।
থির করি বসাইল, মনে দুখ উপজিল,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥

প্রেমদাস।

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়ে, গৃহ পানে চেয়ে চেয়ে,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥

ঘরেতে শুইয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হলেম,
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে।
আমার চরণধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়ে ॥
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥
আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল।
সেই হতে প্রাণ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কি করিব কহনা উপায়।
বাসুদেব দাসে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারই হয়,
নহিলে কি সদা দেখ তায় ॥

বাসুদেব দাস।



সমাপ্ত।